X ফাইল

- অর্থ আত্মসাৎ
- অপচয়
- নিয়োগে অনিয়ম
- টেন্ডার কেলেংকারী

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি

রিপোর্ট : **খোন্দকার তানভীর জামিল**

কথা ছিল রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় গ্যাস সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এজন্য সরকার পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) স্থাপন করে ১৯৯৯ সালের নবেম্বর মাসে। দীর্ঘ ছয় বছরে কাজের কাজ যতোটা না হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি হয়েছে অপকীর্তি। এই সময়কালে দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে (পিজিসিএল), ভারী হয়েছে অপচয়-লোকসানের পাল্লা। পেট্রোবাংলার অধীন এ কোম্পানিতে পুরনো গাড়ি কিনে তা পুড়িয়ে বীমা দাবি আদায়, অবৈধভাবে লোক নিয়োগ এবং টেন্ডারে অনিয়ম এ কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এ কোম্পানির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুব-উল হকের স্বাক্ষর করা ৫২ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্রে জানুয়ারি ২০০০ থেকে জুন ২০০৫ পর্যন্ত কোম্পানির বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, সরকারি অর্থের অপচয় ও আত্মসাতের বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এটিকে উৎস হিসেবে ধরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে একাধিক অনিয়মের চিত্র। অবশ্য এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাহবুব-উল হক বলেন, 'আমি কোনো শ্বেতপত্র প্রকাশের সঙ্গে জড়িত নই। আর স্বাক্ষর করার প্রশ্নই আসে না। আমার নাম ও স্বাক্ষর জাল করায় আমি বরং গত ২০ জুন পাবনা সদর থানায় একটি (নং- ১১৬৬) জিডি করেছি।'

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন(পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ

নলকা, সিরাজগঞ্জ এ অবস্থিত

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর বিভিন্ন অনিয়ম, দূর্নীতি, সরকারী অর্থের অপচয় ও আত্মসাতের তথ্যপূর্ণ শ্বেতপত্র (জানুয়ারি ২০০০-জুন ২০০৫)

যেভাবে শুরু

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের (জিটিসিএল) অধীনে ২১৭.১৭ কোটি টাকার 'পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস প্রকল্প' জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয় ১৯৯৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৯ সালের ২৯ নবেম্বর গঠিত হয় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)। এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার নলকায় অবস্থিত। পিজিসিএলে ১৯৪ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩ জন কর্মচারীর পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছেন যথাক্রমে ৬৪ এবং ২৬ জন। প্রাথমিক অবস্থায় তাদের অধিকাংশই বাখরাবাদ, জালালাবাদ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রেষণে এ প্রকল্পে কাজ করতে আসেন। পরে তাদের এ কোম্পানিতে আত্তীকরণ করা হয়। পরবর্তীতে লোক নিয়োগ দিতে গিয়ে আরম্ভ হয় দুর্নীতি ও অনিয়ম।

পিজিসিএলে ২০০১ সালে কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এরপর গত বছরের (২০০৪) জুন ও জুলাই মাসে ৭টি কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় ৪টি জাতীয় দৈনিকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার প্রার্থী মাথাপিছু ১০০ টাকার পোস্টাল অর্ডারসহ জিপিও বক্স নং-২৩০১ বরাবর দরখাস্ত করেন। অভিযোগ আছে, এর মধ্যে প্রায় ৭ হাজার দরখাস্ত তুরাগ নদীতে ফেলে এবং আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয় পিজিসিএলের ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসের উপ-ব্যবস্থাপক তৌফিক-আল মমিন এবং অফিস সহকারী মোঃ অলি উদ্দিন। এছাড়া ঢাকা থেকে পিকআপে করে সিরাজগঞ্জের নলকাস্থ পিজিসিএলের প্রধান কার্যালয়ে নেয়ার পথে কালিয়াকৈর বেইলি ব্রিজের নিচে আরো প্রায় হাজারখানেক দরখাস্ত ফেলে দেয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ওই দিন পিকআপটিতে পিজিসিএলের উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি এএসএম ফারুক ছিলেন বলে জানা গেছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তিনজনের সঙ্গেই পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রত্যেকে 'দরখাস্ত বিনষ্টের অভিযোগ ভিত্তিহীন' বলে দাবি করেন।

রাতারাতি প্রায় ৮ হাজার দরখাস্ত গায়েবের পর গঠিত হয় দরখাস্ত বাছাই কমিটি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ওই কমিটি প্রায় ৬০০ দরখাস্ত বাতিল করে দেয়। এর মধ্যে পিজিসিএলের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকটাত্মীয় ও পরিচিতজনের দরখাস্ত ছিল। অভিযোগ আছে, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই কোম্পানির তিন মহাব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে আরেকটি দরখাস্ত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সুপারিশে বাতিলকৃত দরখাস্তের মধ্য থেকে ১৫০টি গ্রহণ করে তাদেরও লিখিত পরীক্ষার সুযোগ দেয়। এ লিখিত পরীক্ষা গত ২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে (বিআইএম) অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪ হাজার ২৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে

সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ১২০০। কিন্তু একই স্কেলভুক্ত সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০০, যারা (যেকোনো বিষয়ে) প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্সসহ মাস্টার্স পাস। যে দেশে বেকার সমস্যা এতো প্রকট সেখানে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা কম প্রার্থী হয় কিভাবে। নাকি ৮ হাজার দরখাস্ত বিনষ্টের ফলেই চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা কমে গেছে? তাহলে এর বিপরীতে প্রাপ্ত ৮ লাখ টাকার পোস্টাল অর্ডার কোথায় গেল? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি পিজিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল ইসলাম, দরখাস্ত পুনঃবাছাই কমিটির সদস্য ও মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও প্রশাসন) খোন্দকার নাজমুল হক এবং মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) ফেরদৌস আলম খান। তারা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে পাল্টা দাবি করেছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত কোনো অনিয়ম হয়নি এবং হবেও না। জানা গেছে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিআইএম কর্তৃপক্ষ পিজিসিএলে হস্তান্তর করেছে। কিন্তু চার মাস পরও তা প্রকাশিত না হওয়ায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিকে পিজিসিএলের পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস প্রকল্পের ৫ জন এবং বগুড়া শহর প্রকল্পের ৬ জন সহকারী প্রকৌশলীকে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজস্ব খাতের মাধ্যমে কোম্পানিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়ার জন্য গত ২ জুন অনুষ্ঠিত এ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর ৬৮তম সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী (পরিপত্র নং-পবি/সমন্বয় ৬-২/৯৫/৯৪/২২৯ তাং ১০-০৬-'৯৯) প্রকল্পের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রকল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাকরি থেকে অব্যাহতি পাবেন।

জানা গেছে, এর আগে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস, জিটিসিএলের প্রকল্পাধীন থাকা অবস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত ১০ সহকারী প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপককে একইভাবে এ কোম্পানিতে ২০০০ সালের ১ জুন স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তখন এর প্রধান নির্বাহী ছিলেন পিজিসিএলের বর্তমান মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ম. কামরুজ্জামান। পরবর্তীকালে তাদের প্রকল্পের মেয়াদের সঙ্গে স্থায়ী নিয়োগের মেয়াদকাল গণনা করে পিজিসিএলে চাকরির সময়কাল ৪ বছর ধরে ওই কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ৬১৫০

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কো... ী)
PASHCHIMANCHAL GAS COMP... NY LIMITED
(A Company of Petrobangla)

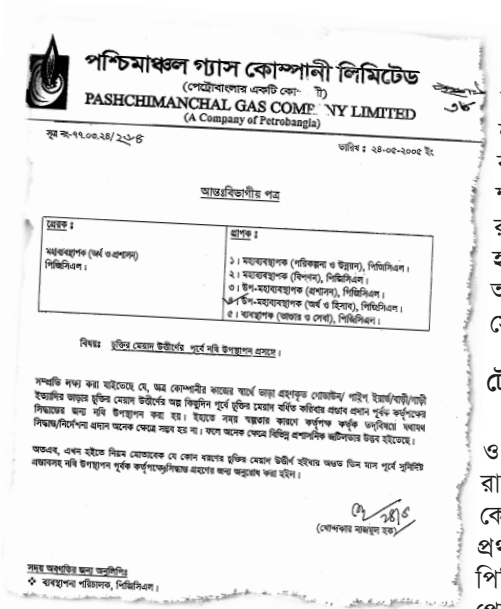

সূত্র নং-৭৭.০৩.২৪/ ২৬৮

তারিখ : ২৪-০৫-২০০৫ ইং

আন্তঃবিভাগীয় পত্র

প্রেরক :	প্রাপক :
মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) পিজিসিএল।	১। মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পিজিসিএল। ২। মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), পিজিসিএল। ৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পিজিসিএল। ৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), পিজিসিএল। ৫। ব্যবস্থাপক (ভান্ডার ও সেবা), পিজিসিএল।

বিষয়ঃ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নথি উপস্থাপন প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, অত্র কোম্পানীর কাজের স্বার্থে ভাড়া গ্রহণকৃত গোডাউন/ পাইপ ইয়ার্ড/বাড়ী/গাড়ী ইত্যাদির ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের অল্প কিছুদিন পূর্বে চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করিবার প্রস্তাব প্রদান পূর্বক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়। ইহাতে সময় স্বল্পতার কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদ্‌বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা প্রদান অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার উদ্ভব হইতেছে।

অতএব, এখন হইতে নিয়ম মোতাবেক যে কোন ধরণের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ নথি উপস্থাপন পূর্বক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

২৪/৫

(খোন্দকার নাজমুল হক)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
❖ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিএল।

Awdm I †MvWvDb_fvovi †gqv` ‡k‡li Av‡M dvBj Dc¯'vcb msµvš— wb‡`k

টাকা বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়েছে। আর সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির বকেয়া হিসেবে তারা সম্প্রতি জনপ্রতি প্রায় ৬০ হাজার টাকা পেয়েছেন। অভিযোগ আছে, অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অমান্য করে পিজিসিএলে এসব নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে অবৈধ লেনদেনের বিনিময়ে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ অভিযোগ অস্বীকার করলেও তিনি স্বীকার করেছেন, প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্তদের সরাসরি নিয়োগ দেয়া যায় না।

গাড়ি কেলেঙ্কারি

পিজিসিএলের জন্য ২০০০ সালে একটি পুরনো মাইক্রোবাস নতুন দেখিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকায় কেনা হয়েছিল। অথচ বাজার মূল্যে গাড়িটির দাম ২ লাখ টাকাও হয় না। অভিযোগ উঠেছে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন পিজিসিএলের স্টোর ও সার্ভিস বিভাগের ব্যবস্থাপক কাজী নওফেল আহমেদ। পরবর্তীকালে গাড়ি ক্রয়ে দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়। এর অল্প কিছুদিন পরেই ২০০১ সালের ১২ ডিসেম্বর এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে গ্যারেজে থাকা ওই মাইক্রোবাস, ১৪ লাখ টাকা মূল্যের একটি পাজেরো জিপ ও ১ লাখ টাকা দামের একটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায়। এ ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি সব দায়দায়িত্ব ড্রাইভার নূর মিয়ার ওপর চাপিয়ে দিলে পুরো ঘটনাই ধামাচাপা পড়েছে। নুরু মিয়ার চাকরি যায় আর এ ঘটনার নেপথ্য নায়ক পিজিসিএলের ব্যবস্থাপক (স্টোর ও সার্ভিস) কাজী নওফেল আহমেদ ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। এমনকি দুর্ঘটনার বীমা দাবি হিসেবে মাত্র ১৪ হাজার টাকা পেয়েছে কোম্পানি। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন যথাযথ তদন্ত না করেই নামকাওয়াস্তে এই অর্থ শোধ করেছে যা কোনোভাবেই প্রকৃত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। অভিযোগ রয়েছে, বীমা তদন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে বড় ধরনের অনিয়ম ফাঁস হবে এই আশঙ্কায় পিজিসিএলের কর্মকর্তারা সেদিকে অগ্রসর হয়নি।

টেন্ডার অনিয়ম

গত দুই বছর ধরে পিজিসিএলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জনবল সরবরাহ করছে রান সিকিউরিটি সার্ভিস নামে একটি কোম্পানি। এ কোম্পানি ২০০২ সালে প্রথম টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ পেয়ে পিজিসিএলের জন্য নিরাপত্তা প্রহরী, পেট্রোলম্যান, ড্রাইভার, হেলপার, মালি প্রভৃতি সরবরাহ কাজ পায়। কিন্তু পরবর্তী বছর কোনো টেন্ডার না ডেকেই তাদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। এই কাজেও নওফেল আহমেদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। অবশ্য গত বছরের নবেম্বরে ২০০৫ সালের জন্য উল্লেখিত তৃতীয় পক্ষীয় জনবল সরবরাহের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। এতে ৫টি ঠিকাদার কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। ১৪% কমিশনের হিসেবে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হয় মেসার্স মুক্তা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড। তৃতীয় হয় রান সিকিউরিটি সার্ভিস (২৩%)। অভিযোগ আছে, এ রান সিকিউরিটিকে কাজ দেয়ার জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স সংক্রান্ত জটিলতা এবং সর্বনিম্ন দরদাতা (১৪%) কমিশন হিসেবে যে দর উদ্ধৃত করেছে সে অর্থ দ্বারা তৃতীয় পক্ষীয় জনবলের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না- এ অজুহাতে এ বছরের শুরুতে পুনরায় টেন্ডার আহ্বান করা হয়। এতে নতুন শর্ত আরোপ করে বলা হয়, দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসায়ের ধরন সিকিউরিটি সার্ভিসে উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া গতবার দরপত্র জমা দেয়ার জন্য পিজিসিএলের নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের পরিবর্তে এবার ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিসকে নির্ধারণ করা হয়। জানা গেছে, সব শর্ত পূরণ করে এবারও সর্বনিম্ন দরদাতা (১৭%) হয় মুক্তা কনস্ট্রাকশন। আর রান সিকিউরিটির উদ্ধৃত কমিশনের হার ২৮.৯৫%। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছে পিজিসিএলের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা। তারা মুক্তা কনস্ট্রাকশনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের নামে চিঠি চালাচালি করে বর্তমানে সময় ক্ষেপণ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া পুনঃদরপত্র আহ্বান করায় তৃতীয় পক্ষীয় জনবলের গত ঈদুল আজহার বোনাস পরিশোধ করতে

হয়েছে পিজিসিএলকে। অথচ নিয়মানুযায়ী এ বোনাস দেয়ার কথা রান সিকিউরিটির।

ঈশ্বরদীতে পিজিসিএলের আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য বাড়ি এবং পাবনায় গোডাউন ও পাইপ ইয়ার্ড ভাড়ার ক্ষেত্রেও বিনা টেন্ডারে ২ বছর চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। জানা গেছে, পিজিসিএলের সার্ভিস ও স্টোরের ব্যবস্থাপক কাজী নওফেল আহমেদ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংশ্লিষ্ট ফাইল দেরিতে উপস্থাপন করায় এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এ জন্য বাড়ি ভাড়ার মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৩ মাস আগে নথি উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়ে গত ২৪ মে একটি আন্তঃবিভাগীয় পত্র (নং-৭৭.০৩.২৪/২৬৪) জারি করা হয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে কাজী নওফেল আহমেদ অবশ্য তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। 'আমি কোনো অনিয়ম করিনি। আর এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো কথা বলবো না।'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিজিসিএলের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী অভিযোগ করেছেন, কোম্পানির কাজে ব্যবহারের জন্য পিজিসিএলের ব্যবস্থাপক থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মোবাইল ফোন দেয়া হলেও প্রয়োজনের সময় সেগুলো বন্ধ থাকায় তাদের কারো সঙ্গেই যোগাযোগ করা যায় না। অথচ এই ফোনগুলোর বিল প্রদান করে পিজিসিএল। এ জন্য গত ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৮ম সমন্বয় সভায় এমডি কামরুল ইসলাম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

আর্থিক অব্যবস্থাপনা

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি প্রথম থেকেই একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও কতিপয় কর্মকর্তার অযোগ্যতার দরুন এর ব্যবস্থাপনা ক্রমেই অদক্ষ রূপ নিয়েছে। জানা গেছে, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইয়াকুব ভূইয়া এবং ব্যবস্থাপক মোঃ শাহজাহানের কর্তব্যে অবহেলার কারণে ২০০০-০১ অর্থবছরে পিজিসিএল ১ কোটি ৩৭ লাখ ২২ হাজার টাকা অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করেছে। আর ওই টাকা ফেরত অথবা পরবর্তী অর্থবছরের সঙ্গে সমন্বয়েরও কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। এ অবস্থায় আয়কর অধ্যাদেশ-৮৪ মোতাবেক অন্যান্য তেল কোম্পানির মতো উৎসে আয়কর কর্তনের হার সর্বোচ্চ ০.৭৫% ধার্য করার অনুরোধ জানিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ২০০৩ সালের ২০ মে চিঠি দিয়েছেন পিজিসিএলের অর্থ ও হিসাব বিভাগের মহাব্যবস্থাপক খোন্দকার নাজমুল হক। তার ওই পত্রে (সূত্র নং-৭৭.০৪.৭৭/১৩৯০) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'শুধু উচ্চ হারে উৎস কর কর্তনের কারণে কোম্পানিটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হুমকির সম্মুখীন। এতে ঐ কোম্পানির তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে।'

সরেজমিনে অনুসন্ধানকালে অভিযোগ পাওয়া গেছে, ১৯৬৮ সালের শ্রম আইন লঙ্ঘন করে ২০০০-০১ সালে কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ফান্ডের টাকা কতিপয় কর্মকর্তা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন। আইন মোতাবেক কল্যাণ ফান্ডের টাকা ছাড়ের জন্য কোম্পানিতে কর্মচারী থাকা আবশ্যক। কিন্তু ২০০০-০১ অর্থবছরে পিজিসিএলে কোনো কর্মচারী ছিল না। এর পরের বছর কর্মচারী নিয়োগের পর কৌশলে দু'কর্মচারীর স্বাক্ষর নিয়ে আগের বছরের টাকা তোলা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। মূলত বাখরাবাদ, জালালাবাদ এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড থেকে আগত কতিপয় কর্মকর্তার দুর্নীতি আর অনিয়মের কারণে ডুবতে বসেছে পিজিসিএল। এ সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল ইসলাম বলেন, 'আমি এ কোম্পানিতে আসার পর গত পাঁচ বছরের অডিট করিয়েছি, পদোন্নতি দিয়েছি। অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারেও পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের সঙ্গে এ নিয়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা যায়নি।

সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3